ভোরের কাগজ

27 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

ভো

ডিগ্রিতে ফল বিপর্যয় সম্পর্কে জাবির উপাচার্য

বর্তমান বাস্তবতায় এটাই বাস্তব এবং প্রকৃত ফল

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে তদারকির অভাব, শিক্ষকের শূন্যতা, যোগ্য শিক্ষকের অভাব, গভর্নিং বডির রাজনীতি প্রভৃতি এ বছর ডিগ্রি পরীক্ষায় নজিরবিহীন ফল বিপর্যয়ে দায়ী। তবে এসবের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন, নকল প্রতিরোধে ব্যবস্থা প্রভৃতিও ফল বিপর্যয়ে প্রভাব ফেলেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্যাদি জানা যায়।

এদিকে মারাত্মক ফল বিপর্যয় হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক [illegible] সম্পর্কে বলেছেন, ফল বিপর্যয় নয়

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বর্তমান বাস্তবতায় এটাই বাস্তব

● প্রথম পাতার পর

বর্তমান বাস্তবতায় এটাই বাস্তব এবং প্রকৃত ফল। ফলাফল সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাট ধস নেমেছে। বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষকরা পড়ালেখা করান না। সেখানে ছাত্ররা পরীক্ষায় ফেল করে। তাঁরা কোনো টেস্ট বা এ জাতীয় কোনো পরীক্ষা নেয় না ছাত্রদের। কলেজগুলো কেবল ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে পাঠিয়ে দেয়। ডিগ্রি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৬ গ্রেস দেওয়ার পরও পাসের হার-২৪ দশমিক ৭৭ ভাগ। গ্রেস না দিলে পাসের হার দাঁড়ায় ১৯। যেখানে গত বছর পাসের হার ছিল ৩৪ দশমিক ২৯ ভাগ। যা গত বছরের তুলনায় ১০ ভাগ কম।

এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮১ হাজার ১১৩ জন। এর মধ্যে ফেল করেছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৫১ জন। পাস করেছে মাত্র ৪৪ হাজার ৮৬২ জন। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩৭ হাজার ১৯৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছিল ৮১ হাজার ৩২৯ জন।

ডিগ্রি পরীক্ষায় ১ হাজার ৫০টি ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ৪৩টি কলেজ থেকে কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করেনি। এ ছাড়াও এবারের পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কম। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২৫ হাজার ৫৫১ জন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী। এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল ১২ হাজার ২৯৮ জন। বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৩০১ জন। অনিয়মিত পরীক্ষার্থী ছিল ৩৬ হাজার ১৭ জন। এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৩ হাজার ১৮৪ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ছিল ১ লাখ ৮১ হাজার ১১৩ জন। এর মধ্যে ৩২ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। এবারের ডিগ্রি পরীক্ষায় রাজধানীর কলেজগুলোর তুলনায় মফস্বল কলেজের পরীক্ষার্থীরা ভালো করেছে। সম্মিলিত মেধা তালিকাসহ প্রতিটি বিভাগের পৃথক মেধা তালিকাতে শীর্ষস্থানসহ অধিকাংশ স্থান দখল করেছে তারা। যেমন সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট কলেজ। এ তালিকায় প্রথম ২০ জনের মধ্যে ১৫ জনই মফস্বল কলেজের। বিএ পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনের মধ্যে ১৩ জন মফস্বলের। বিএসএস পরীক্ষায় ১০ জন বিএসসিতে ১৭ জন এবং বিকম পরীক্ষায় ৫ জন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের জন্য নকল প্রতিরোধের চেয়ে বেশি দায়ী অধিভুক্ত কলেজগুলোতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তদারকির অভাব। তিনি বলেন, অধিভুক্ত কলেজগুলোতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সময়ই কোনো মাথাব্যথা নেই। তদারকি করা হয় না।

তিনি আরো বলেন, এসব বিষয়ে মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। তিনি বলেন, অনেক কলেজে বিষয়ভিত্তিক কোনো শিক্ষক নেই। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা অনেক কম। তার ওপর যোগ্য শিক্ষকের মারাত্মক অভাব।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফলাফল বিপর্যয়ের প্রধান কারণ জানাতে গিয়ে বলেন, এই প্রথমবারের মতো ডিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে নকল অনেকাংশে কমেছে। তিনি বলেন, ২/১টি পরীক্ষা দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী আর পরীক্ষা দেয়নি। তিনি বলেন, এবার ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা লিখে পাস করেছে। তিনি বলেন, আগে বিএ পরীক্ষায় পাসের বিষয়টি প্রহসন হয়ে গিয়েছিল। উপাচার্য আরো বলেন, ইংরেজিতে দুর্বলতা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সব সময় ছিল। এখনো আছে। আগেও ইংরেজিতে গ্রেস দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ফলাফল বিপর্যয় সম্পর্কে বলেন, কলেজগুলোতে শিক্ষার মানের মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া ছাত্রদের মধ্যে নানা কারণে পড়ালেখায় আগ্রহ নেই। শিক্ষকরাও ক্লাসে ঠিকমতো পড়ালেখা করান না।

ইংরেজি সিলেবাস সম্পর্কে তিনি বলেন, ডিগ্রির ইংরেজি সিলেবাস দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ। এই যান্ত্রিক সিলেবাস ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিতে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ডিগ্রি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটেনি- এমন এক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ভোরের কাগজকে বলেন, ডিগ্রি পরীক্ষায় কোনো ফল বিপর্যয় ঘটেনি। এর চাইতে অনেক বেশি ফেল করার কথা ছিল। কিন্তু ৬ গ্রেস দিয়ে এদের পাস করানো হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর পরীক্ষার্থীরা অন্য কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবং নকল প্রতিরোধে ব্যাপক কড়াকড়ি ছিল। ফলে ছাত্রছাত্রীরা সুবিধা করতে পারেনি। পড়াশোনা না করে পরীক্ষায় অংশ নিলে তো ফেল করবেই। তিনি আরো বলেন, পাস কোর্সে তো কোনো ভালো ছাত্রছাত্রী অংশ নেয় না। ভালোরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অনার্স, বিবিএ করে। যেসব ছাত্রছাত্রী এসবে চান্স পায় না তারা পাস কোর্সে পড়াশোনা করে। কলেজে ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না। পরীক্ষার্থীরাও ঠিকমতো পড়াশোনা করে না। শুধু নকলের আশায় পরীক্ষা দিতে আসলে ফেল করাটাই স্বাভাবিক।